যশবন্ত ইত্যাদি

বনাম

মহারাষ্ট্র রাজ্য

(২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং (গুলি) ৩৮৫-৩৮৬)

সেপ্টেম্বর ৪, ২০১৮

[এন ভি রমনা এবং মোহন এম শান্তগৌদার, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় *দণ্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ৩০২,৩০৪ এবং ধারা ৩৩০,৩৫৪,৩৫৫,৩৪২ সহ পঠিত ধারা ৩৪-রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি ছিল যে পুলিশ কর্মকর্তারা একটি হোটেলে 'লুটপাট' সম্পর্কিত তথ্য বের করার জন্য ভুক্তভোগীকে হেফাজতে নিয়েছিলেন-অভিযোগ করা হয়েছিল যে পুলিশ কর্মকর্তারা স্বীকারোক্তি বের করার জন্য ভুক্তভোগীকে আহত করেছিলেন যার ফলে পুলিশ হেফাজতে তার মৃত্যু হয়েছিল-বিচার আদালত সকল অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে (ক-১ থেকে ১০) আইপিসি এর ৩০২ ধারায় খালাস দেয় কিন্তু ৩৩০, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৪২ ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করে - হাইকোর্ট ৩৫৪,৩৫৫, ৩৪২ ধারায় আইপিসি এর ৩৪২ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ থেকে খালাস (ক-১ থেকে ৯) বহাল রাখে এবং সকল অপরাধ থেকে খালাস দেয় - ফলস্বরূপ, অভিযুক্তদের (ক-১ থেকে ৯) আইপিসি এর ৩৩০ ধারায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় - সুপ্রিম কোর্টে আপিলের মাধ্যমে, রাজ্য আইপিসি এর ৩০২ ধারায় প্রমাণিত না হলে আইপিসি এর ৩০৪ ধারায় অভিযোগের জন্য চাপ দিতে চায় - ইতিমধ্যে এ-১ মৃত্যুবরণ করেছে - বিচারাধীন: নিম্নোক্ত উভয় আদালতই একই সাথে মতামত গ্রহণ করেছে যে অপরাধটি দোষী সাব্যস্ত হত্যাকাণ্ডের সমন্বয় নয় কারণ মৃত্যুর কারণ ছিল শ্বাসরোধ এবং আঘাতগুলি মৃত্যুর কারণ ছিল তা প্রমাণ করার জন্য নথিতে কিছুই ছিল না - এটি নথিতে ছিল যে ময়নাতদন্তে উল্লিখিত আঘাতগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই আঘাতগুলির প্রকৃতি গুরুতর ছিল না - বরং, এটি এমন একটি মামলা যেখানে ভুক্তভোগী-মৃত ব্যক্তি আঘাতের সময় থেকে কয়েক ঘন্টা পরে তার বমির উপাদানের কারণে শ্বাসরোধে মারা যান, যা মৃত্যুর কারণের একটি স্বাধীন কারণ ছিল - ভুল কর্মকর্তাদের দ্বারা মৃত ব্যক্তির আঘাতের সাথে মৃত্যুর মধ্যে আকস্মিক যোগসূত্র জড়িত ছিল না, তাই, আইপিসি এর ধারা ২৯৯ প্রযোজ্য হয়নি - অতএব, আইপিসি এর ধারা ৩০২ বা ধারা ৩০৪ প্রযোজ্য হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না - যেহেতু এই মামলায় পুলিশ আইন লঙ্ঘনকারী, যাদের আইন রক্ষা এবং সমুন্নত রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল, তাই, এ-২ থেকে এ-৯ এর সাজার মেয়াদ আইপিসি এর ধারা ৩৩০ এর অধীনে সর্বোচ্চ প্রযোজ্য সময় অর্থাৎ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে পরিবর্তন করা হয়েছে।*

ভারতীয় দন্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ২৯৯-দণ্ডনীয় নরহত্যা-আদেশঃ কোনও ব্যক্তি প্রথমে দোষী সাব্যস্ত নরহত্যা করে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-কারণের সহজ অর্থ হল "আচরণ এবং ফলাফলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক"-ধারা ২৯৯ দুই ধরনের কারণ নির্দেশ করে, একটি বাস্তব কারণ এবং দ্বিতীয়টি আইনি কারণ-প্রকৃত কারণের দিকে আসা, এটি সত্যের বিষয় যে অভিযুক্তের কর্ম ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়েছিল কিনা-তবে দ্বিতীয় দিকটি নিজেই উদ্বেগজনক, অভিযুক্তের কর্মকে আইনত দায়ী হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে অভিযুক্ত করা যেতে পারে কিনা।

ম্যাক্সিম - একটিতে মিথ্যা, সবগুলিতে মিথ্যা - আলোচনা করা হয়েছে।

মতবাদ/নীতি-"তাদের শিকারকে যেভাবে তারা খুঁজে পায় সেভাবে গ্রহণ করুন"-এই নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

আদেশঃ ১. এটি একটি নথিতের বিষয় যে হায়ের নীচের উভয় আদালত একযোগে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে প্রশ্নযুক্ত অপরাধটি দোষী সাব্যস্ত নরহত্যার সমান নয় কারণ মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ ছিল এবং আঘাতগুলি মৃত্যুর কারণ ছিল তা প্রমাণ করার জন্য নথিতে কিছুই ছিল না। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে হত্যা বলার জন্য, এটিকে প্রথমত দোষী সাব্যস্ত নরহত্যা হতে হবে, অর্থাৎ সমস্ত খুনই অপরাধমূলক নরহত্যা, তবে এর বিপরীতটি সমস্ত ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৬]

২. ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৯ ধারার অধীনে, ১৮৬০ একজন ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য কার্যকারণ সূচক উপাদান প্রথমে অপরাধমূলক নরহত্যা করে।কার্যকারণ বলতে সহজভাবে বোঝায় "আচরণ এবং ফলাফলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক"। এখন, যা মূল্যায়ন করা দরকার তা হল পক্ষগুলির বিতর্কগুলি দেশের আইনের তদন্তের পক্ষে দাঁড়াতে পারে কিনা। ২৯৯ ধারায় দুই ধরনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, একটি প্রকৃত কারণ এবং দ্বিতীয়টি আইনি কারণ। প্রকৃত কারণের কথা বলতে গেলে, অভিযুক্তের কর্ম ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ কিনা তা সত্যের বিষয়। তবে দ্বিতীয় দিকটি নিজেই উদ্বেগজনক, অভিযুক্তের কর্মকে আইনত দায়বদ্ধ হিসাবে মৃত্যুর যথেষ্ট পরিমাণে অভিযুক্ত করা যেতে পারে কিনা। এই মামলাটি কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিণত হয় যেখানে,

পুলিশ অফিসারদের দ্বারা সৃষ্ট আঘাত কি এখানে ভুক্তভোগীর মৃত্যুর কারণ হিসাবে যথেষ্টভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে? [অনুচ্ছেদ ১৭]

৩. এটি সাধারণ আইনের অধীনে নিষ্পত্তি করা হয় যেখানে "তাদের শিকারকে যেমন তারা খুঁজে পায় তেমনভাবে গ্রহণ করুন" নীতিটি অনুসরণ করা হয়, যার অর্থ * যে ব্যক্তি এমন কোনও কাজ/ভুল করে যা অন্য ব্যক্তির মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে, যখন এই কাজটি করা হয় বা বাদ দেওয়া হয়, অন্য কোনও কারণে উদ্ভূত কোনও ব্যাধি বা রোগে ভুগছেন বলে মনে করা হয়, সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। "এই নীতিটি আইপিসির ২৯৯ ধারার ব্যাখ্যা ১-এর অধীনে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু এটি একাধিক কারণের ঘটনা নয়, বরং এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে তিনি তাঁর বমি হওয়ার কারণে শ্বাসকষ্টে মারা গিয়েছিলেন, আঘাত লাগার সময় থেকে কয়েক ঘন্টা পরে, যা এখানে মৃত্যুর কারণের উপর নির্ভরশীল। [অনুচ্ছেদ ১৮]

৪. আপিলকারী কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে মৃত্যুর কারণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে এমন বিভিন্ন অন্যান্য পরিস্থিতি উপলব্ধ। এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে যে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে উল্লিখিত আঘাতগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে এই আঘাতগুলির প্রকৃতি গুরুতর ছিল না। উল্লিখিত মাথার আঘাতটি মাথার খুলির হাড়ের অভ্যন্তরীণ ফ্র্যাকচার দেখায় না। অতএব, যখন, তথ্যের ভিত্তিতে, নীচের আদালতগুলি একযোগে অনুমান করে যে জিথের কারণ শ্বাসকষ্টের কারণে হয়েছিল, এখানে একটি ভিন্ন বাস্তব অনুমান গ্রহণ করার কোনও কারণ নেই, কারণ এটি বিকৃত নয়। [অনুচ্ছেদ ১৯]

৫. ভুল অফিসারদের দ্বারা মৃত ব্যক্তির আঘাত এবং মৃত্যুর মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র সংযুক্ত নয়, তাই আইপিসির ২৯৯ ধারাটি আকৃষ্ট হয় না। তদনুসারে, আইপিসির ধারা ৩০২ বা ৩০৪ কে আকর্ষণ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। [অনুচ্ছেদ ২১]

৬. বর্ণিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে পুলিশ জানত যে মৃত ব্যক্তির পরিচয় ব্যক্তির থেকে আলাদা ছিল, তারা প্রাথমিকভাবে তদন্ত করতে চেয়েছিল।যেভাবে মৃত ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনাচারের প্রতিফলন এবং পুলিশের আচরণের সাথে খাপ খায় না। এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারার অধীনে বিচার আদালত কর্তৃক তিন বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

বিচারিক আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বজায় রেখে দণ্ডের মেয়াদ আইপিসির সর্বোচ্চ ৩৩০ ধারায় অর্থাৎ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে উন্নীত করা উপযুক্ত। তদনুসারে, এই সীমিত পরিমাণে সাজা সংশোধন করা হয়েছে, [অনুচ্ছেদ ৩০ এবং ৩৪]

চন্দ্রপ্পা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৭) ৪ এস. সি. সি. ৪১৫: [২০০৭] ২ এস. সি. সি. ৬৩০; মাহতাব সিং বনাম ইউ. পি. রাজ্য, (২০০৯) ১৩ এস. সি. সি. ৬৭০: [২০০৯] ৫ এস. সি. আর ৮৪৮; মধ্য প্রদেশ রাজ্য বনাম শ্যামসুন্দর ত্রিবেদী (১৯৯৫) ৪ এস. সি. সি. ২৬২: [১৯৯৫] ১ সম্পূরক এস. সি. আর ৪৪; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম শেও মঙ্গল সিং এবং অন্যান্য। এ. আই. আর ১৯৮১ এস. সি ১৯১৭: [১৯৮২] ১ এস. সি. আর ৩৬০; কুলবিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০০৭) ১০ এস. সি. সি. ৪৫৫: [২০০৭] ৮ এসসিআর ৮৯১; গণেশ বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৮) ১৭ এসসিসি ১৫২: [২০০৯] ৫ এসসিআর ৮৪৮; জয়সীলন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৯) ১২ এসসিসি ২৭৫: [২০০৯] ৩ এসসিআর ২০০; রাজস্থান রাজ্য বনাম মোহন লাল এবং ২০১৮ সালের ৯৫৯ নং ফৌজদারি আপিল, যা ০১.০৮.২০১৮ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে; সোমান বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৩) ১১ এসসিসি ৩৮২: [২০১২] ১১ এসসিআর ১১৫৫; অ্যালিস্টার অ্যান্থনি পারেরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১২) ২ এসসিসি ৬৪৮: [২০১২] ১ এসসিআর ১৪৫ – উল্লেখ করা হয়েছে।

আর বনাম ব্লু [১৯৭৫] ৩ অল ইআর ৪৪৬ (সিএ) - উল্লেখ করা হয়েছে। রতনলাল এবং ধীরজলালের অপরাধ আইন (২৭তম সংস্করণ)-উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০০৭] ২ এস. সি. আর. ৬৩০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২
[২০০৯] ৫ এস. সি. আর. ৮৪৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২
[১৯৯৫] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৪
[১৯৮২] ১ এস. সি. আর. ৩৬০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০০৭] ৮ এস. সি. আর. ৮৯১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০০৯] ৫ এস. সি. আর. ৮৪৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০০৯] ৩ এস. সি. আর. ২০০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০১২] ১১ এস. সি. আর. ১১৫৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০১২] ১ এস. সি. আর ১৪৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৯

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৩৮৫-৩৮৬

১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৯৩ এবং ১৯৯৫ সালের ৩৯৭-এ বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চের ১৩.১২.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে,

সহ

ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৮২-১৮৭/২০০৯,২৯৯/২০৮,৩৮৭-৩৮৮/২০০৮

আর বসন্ত, এস নাগামুথু, প্রবীণ আইনজীবী, শিবাজী এম যাদব, বিষ্ণু পি, ব্রিজ কিশোর সাহ, আদিত্য খান্না, পি পার্থিবন, নিকোলাস চৌধুরী, সুশ্রী আস্থা দীপ, এ এস বৈরাওয়ান, প্রশান্ত আর দাহাত, ভেঙ্কটেশ্বর রাও অনুমোলু, নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশ্বরকর, সুশ্রী সুবমনা গনু, আইনজীবী, উপস্থিত দলগুলির জন্য।

'আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

এন. ভি. রমনা, বিচারপতি

"মহান শক্তির সঙ্গে আসে বৃহত্তর দায়িত্ব

১. শুরুতে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের পুলিশ বাহিনীকে "গণতান্ত্রিক পুলিশিং" ধারণার বিকাশ ও স্বীকৃতি দিতে হবে, যেখানে অপরাধ নিয়ন্ত্রণই একমাত্র লক্ষ্য নয়, এই শৃঙ্খলা অর্জনের উপায়ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে ঘটনার মোড় আমাদেরকে এখানে আবারও বলতে বাধ্য করে যে 'তুমি যতই উচ্চপদস্থ হও না কেন, আইন সর্বদা তোমার উপরে'

২. এই ফৌজদারি আপিলগুলি ১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৩৯৩,৩৯৪,৩৯৫,৩৯৭,৪১৯ এবং ৪২০-এ বোম্বে, নাগপুর বেঞ্চে হাইকোর্টের বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত সাধারণ আদেশ এবং রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যেহেতু ঘটনাটি একই এবং বিতর্কগুলি পৃথকভাবে প্রচার করা হয়েছে, একই রকম হওয়ায় আমরা এই সাধারণ আদেশের মাধ্যমে রায়টি মোকাবেলা করার প্রস্তাব করেছি।

৩. রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ২৩.০৬.১৯৯৩ তারিখে, পুলিশ ইন্সপেক্টর (পি.আই) নারুলে (এ-১) কর্তব্যরত ছিলেন, যখন দেওলাপারের সংশ্লিষ্ট থানায় কর্মরত একজন হেড কনস্টেবল তেলগুড়িয়া (পি.ডব্লিউ-৪৮), গণেশপ্রসাদ, অরুণকুমার এবং কাশিরাম নামে তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে পি.আই নারুলে (এ-১) এর কাছে আসেন। তারা পি.আই নারুলে (এ-১) কে জানান যে তারা ইন্ডিয়া সান হোটেলে অবস্থান করছেন এবং আট দিন আগে তাদের লুট করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে তারা পি.আই নারুলে (এ-১) কে জানান যে তারা এই ঘটনার বিষয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি।

৪. সেই রাতে অভিযুক্ত টহল দল যার মধ্যে ছিল পি১ নারুলে (এ-১), সহকারী পুলিশ পরিদর্শক যশবন্ত মুকাজি কারাডে (এ-২), উপ-পরিদর্শক রামভাউ বিট্ঠলরাও কাডু (এ-৩), পুলিশ কনস্টেবল জাহিরউদ্দিন বশিরমিয়া দেশমুখ (এ-৪), নীলকান্ত পান্ডুরং চৌরপাগর (এ-৫), নামদেও নাথুজি গণেশকর (এ-৬), রমেশ তুকারাম ভোয়ার (এ-৭), অশোক ভবানী গুলাম শুক্লা (এ-৮), সুধাকর মারোতরাও ঠাকরে (এ-৯) এবং রঘুনাথ বারকুজি ভক্ত (এ-১০), গণেশপ্রসাদ, অরুণকুমার এবং কাশিরাম সহ, এইচ. সি. পি. তেলগুড়ির বাড়িতে গিয়েছিলেন। যদিও, এইচ. সি. পি তেলগুড়িয়া (পিডব্লিউ-৪৮) নিশ্চিত করেছেন যে কোনও 'অ্যান্টনি' নেই, তবে তিনি প্রকাশ করেছেন যে একজন জয়েনাস (মৃত) কাছাকাছি থাকেন, যিনি আগের ডাকাতির মামলার একজন পরিচিত সন্দেহভাজন ছিলেন। এইচ. সি. পি তেলগুড়িয়া পুলিশ দলকে জয়েনাসের (মৃত) আবাসিক কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি ইতিমধ্যে রাতের খাবার খেয়ে এবং কিছু মদ পান করে ঘুমিয়েছিলেন।

৫. রাত প্রায় ১টা নাগাদ পুলিশ দল জয়েনাসের (মৃত) বাড়িতে পৌঁছয়। তাকে হেফাজতে নেওয়া হয় এবং তার আবাসিক কোয়ার্টারে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ করা হয় যে এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু পুলিশ সদস্য জয়েনাসের (মৃত) স্ত্রী জারিনাকে (পিডব্লিউ-১) শ্লীলতাহানি করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এরপরে, পুলিশ দল জয়েনাসকে (মৃত) বাইরে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে বেঁধে পুলিশ কর্মীদের দ্বারা লাঠির আঘাতে আহত করে। পরে জয়েনাস (মৃত) এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রানী কোঠি, হিল টপ রেস্তোরাঁ সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে মাঝে মাঝে মারধর করা হয়। সকাল ৩টা ৫৫ মিনিটে তাকে থানায় ফিরিয়ে আনা হয়, যেখানে তাকে আরও দু 'জন সেলমেটের সাথে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

৬. সকাল সাড়ে সাতটায় কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবলরা জয়েনাসকে (মৃত) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দেখতে পান এবং পরীক্ষায় দেখা যায় যে তিনি শ্বাস নিচ্ছেন না। এদিকে, ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি তদন্ত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। মামলাটি তদন্তের জন্য রাজ্য সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। জয়েনাসের মৃত্যুর পর ২৪.০৬.১৯৯৩ তারিখে রাত ১০:২০ মিনিটে আইপিসির ৪২০ ধারার অধীনে অ্যান্থনির বিরুদ্ধে অপরাধ নং ২৩৮/১৯৯৩ নামে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর, ময়নাতদন্ত করা হয় এবং পি.আই. ওজা তদন্ত পরিচালনা করেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পর, তদন্তকারী কর্মকর্তা দশজন দোষী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে অভিযোগ গঠন করেন-

১.) আপনারা সকলেই অভিযুক্ত, ২৩.০৬.১৯৯৩ তারিখে রাত ৯.০০ টার দিকে, ক্রাইম ব্রাঞ্চের সিরিয়াল নং ২৬-এ অবস্থিত মুভমেন্ট রেজিস্টারে এন্ট্রি করেছেন যে আপনারা নাইট টহল দেওয়ার জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিস থেকে বের হয়েছিলেন এবং এরপর গণেশপ্রসাদ ঠাকুর, অরুণকুমার গুপ্ত, কাশীরাম বরেঠিয়া, হেড কনস্টেবল মাধোরাও টেঙ্গুরিয়াকে সাথে নিয়ে ২৪.০৬.১৯৯৩ তারিখে রাত ০০.৪৫ মিনিটে পুলিশ ভ্যান নম্বর এমএইচ-১২/৯৮৮৭-এ জোরপূর্বক মৃত জয়েনাস আদম ইয়েলামতির বাড়িতে প্রবেশ করেন। মৃত ব্যক্তি অন্তর্বাস এবং বানিয়ান পরেছিলেন এবং তার বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। আপনারা সকলেই অভিযুক্ত, আপনাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মৃত ব্যক্তিকে তার বাড়ি থেকে টেনে বের করে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করেন। মৃত ব্যক্তিকে উক্ত ক্রাইম ব্রাঞ্চের গাড়িতে বসানো হয় এবং তাকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসে নিয়ে আসা হয়। তোমরা তাকে নগ্ন করেছো এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে মৃত ব্যক্তিকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করেছো। সেই সময় তোমরা সকলেই জানতে যে এই ধরনের নির্মম প্রহার মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবে। তোমরা তাকে ভোর ৩.৫৫ মিনিটে ক্রাইম ব্রাঞ্চে কোনও অপরাধ নথিভুক্ত না করেই লকআপে আটকে রেখেছিলে। সকালে মৃত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তোমরা জয়েনাস আদম ইয়েল্লামাতিকে হত্যা করেছো এবং এর ফলে তোমরা সকলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছো।

২.) দ্বিতীয়ত, তোমাদের অভিযুক্তরা তোমাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২৪.০৬.১৯৯৩ তারিখে রাত ০০.৪৫ মিনিটে মৃত জয়েনাস আদম ইয়েল্লামতীর বাড়িতে প্রবেশ করে মৃতের স্ত্রী জরিনাকে ব্যক্তিগতভাবে তল্লাশি করার ভান করে এবং তল্লাশির অজুহাতে জরিনার স্তন স্পর্শ করে। এরপর, তোমরা তাকে তোমার পুলিশ ভ্যানে বসিয়ে তার শালীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে তার শরীরে চিমটি মেরেছিলে। এরপর, তাকে তোমার ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে আনা হয়েছিল এবং জরিনার শালীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে তার পেটিকোটে হাত ঢুকিয়েছিলে এবং এইভাবে তোমরা সকলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা এবং আমার জ্ঞানের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছ।

৩.) তৃতীয়ত, আপনারা সবাই অভিযুক্ত আপনার সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মৃত ব্যক্তির ১০ বছর বয়সী দুই সন্তান কুমারী স্টেনলোস এবং ৮ বছর বয়সী ছেলে জর্জ এবং

জরিনার ভাই রিচার্ড আব্রাহাম (১৯ বছর বয়সী) এবং আরেক চাচাতো ভাই স্টেনলি প্যাট্রিক (১৯ বছর বয়সী) এবং এর ফলে তারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে এবং আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে।

৪.) চতুর্থত, আপনারা অভিযুক্তরা সকলেই আপনার 'সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, পূর্বোক্ত দিন, তারিখ, সময় এবং স্থানে, স্বেচ্ছায় জোয়িনাস অ্যাডাম ইয়েল্লামতি, বয়স ৪২ বছর বি এবং জারিনা ও জোয়িনাস ইয়েল্লামতি-কে আঘাত করেছেন, যিনি উক্ত জোয়িনাস ইয়েল্লামতি এবং জারিনা এবং জোয়িনাস ইয়েল্লামতি-এর কাছ থেকে কিছু তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে, যা হোটেল "ইন্ডিয়া সান", নাগপুরে সংঘটিত প্রতারণার অপরাধ সনাক্ত করতে পারে, একজন গণেশপ্রসাদ বাবূলাল ঠাকুর এবং একজন অরুণকুমার গুপ্তের ক্ষেত্রে এবং এর মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৩০ সহ পঠিত ধারা ৩৪ এবং আমার জ্ঞানের মধ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন

৫.) পঞ্চমত, যে আপনি সমস্ত অভিযুক্ত আপনার সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্বোক্ত দিন, তারিখ, সময় এবং স্থানে জয়েনাস অ্যাডাম ইয়েল্লামতি এবং জারিনাকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিলেন, এই ধরনের আক্রমণের উদ্দেশ্যে বলেন জয়েনাস অ্যাডাম ইয়েল্লামতি এবং জারিনা জয়েনাস ইয়েল্লামতি এবং এর মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৫ সহ পঠিত ধারা ৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন এবং আমার জ্ঞানের মধ্যে,

৭. সমস্ত অভিযুক্তরা দোষী না হওয়ার আবেদন করে এবং বিচার দাবি করে। ১৯৯৩ সালের ৪১৬ নং দায়রা মামলায় দায়রা আদালত, ২২.০৯.১৯৯৫ তারিখের আদেশ দ্বারা, নিম্নলিখিত আদেশ জারি করে-

অভিযুক্ত	ধারা	শাস্তি/খারিজ
অভিযুক্ত ১-১০	আইপিসির ৩০২	খালাস পেয়েছে
অভিযুক্ত ১-১০	আইপিসির ৩৩০ সহ পঠিত ৩৪	তাদের প্রত্যেককে তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
অভিযুক্ত ১-১০	আইপিসির ৩৫৪ সহ পঠিত ৩৪	তাদের প্রত্যেককে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা, পরবর্তীতে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
অভিযুক্ত ১-১০	আইপিসির ৩৫৫ সহ পঠিত ৩৪	তাদের প্রত্যেককে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা, দোষে আরও এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।
অভিযুক্ত ১-১০	আইপিসির ৩৪২ সহ পঠিত ৩৪	তাদের প্রত্যেককে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা, দোষে আরও এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

শাস্তিটি একযোগে চালানোর আদেশ দেওয়া হয়েছিল,

৮. সংক্ষেপে খালাস/দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি নিম্নরূপ-

i. ডঃ কেওয়ালিয়া/পিডব্লিউ-৪৯ (প্রদর্শণী ২৯৬)-এর প্রমাণের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল, সম্ভবত শ্বাসকষ্টের কারণে হয়েছিল।

ii. যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ১৭ নং কলামে আঘাতের সঙ্গে শ্বাসকষ্টজনিত মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই,

iii. যে আঘাতগুলি সাধারণ আঘাত বহন করে এবং কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না,

iv. যে অভিযুক্ত-কর্মকর্তাদের উপস্থিতি স্বীকার করা হয় এবং তা সরিয়ে ফেলা যায় না কারণ এটি আন্দোলনের রেজিস্টার দ্বারা প্রমাণিত হয়।

v. অন্যান্য প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট ছিল যে, তথ্য বের করার জন্য পুলিশ আধিকারিকের দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, যা আইপিসির ৩৩০ ধারার অধীনে আসে।

৯. বিচারিক আদালতের আদেশে ক্ষুব্ধ, অভিযুক্ত-ভাস্কর [এ-১], যশবন্ত [এ-২], রঘুনাথ [এ-১০] ১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৯৩, জাহিরউদ্দিন [এ-৪], নীলকান্ত [এ-৫] এবং নামদেও [এ-৬] ১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৯৪, রমেশ [এ-৭], অশোক ভবানী গুলাম, শুক্লা [এ-৮], সুধাকর [এ-৯] ১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৯৫, রামভাউ [এ-৩] ১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৯৭, হাইকোর্টে দায়ের করেন। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র রাজ্যও খালাস এবং সাজা বৃদ্ধির জন্য ১৯৯৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪১৯ এর রায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আপিল নং ১৯৫ দায়ের করে।

১০. ১৩.১২.২০০৭ তারিখের আদেশে, হাইকোর্ট রাষ্ট্রের ফৌজদারি আপিল নং (গুলি) ৪১৯ এবং দ্বারা দায়ের করা আপিল খারিজ করে দেয়। ১৯৯৫ সালের ২০ নং আইন, কিন্তু আইপিসির ৩৪ ধারা সহ পঠিত ৩৫৪,৩৫৫,৩৪২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ১ থেকে ৯ নং অভিযুক্তকে খালাস দিয়ে অভিযুক্ত অফিসার কর্তৃক দায়ের করা আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর করে, তবে আইপিসির ৩৩০ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। উপরন্তু, রঘুনাথ বারকুজি ভক্তকে (এ-১০) সমস্ত অপরাধ থেকে খালাস দেওয়া হয়। হাইকোর্ট নিম্নলিখিত ভিত্তিতে উপরোক্ত আদেশ পাস করেছে-

i. যে মৃতের আঘাতগুলি ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তদন্তের সময় তোলা ফটোগুলি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

ii. যে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সন্দেহের সুবিধা অভিযুক্তদের দ্বারা বহন করা আঘাতের ফল নয়, এখানে অভিযুক্ত আপিলকারীদের কাছে নিশ্চিত করা উচিত।

iii. যদিও পিডব্লিউ-১ [জারিনা]-এর প্রমাণের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে, আদালত মিথ্যাকে সত্য থেকে পৃথক করেছে,

iv. আইপিসির ৩৫৫ ধারার অধীনে সেই অপরাধ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয় না কারণ এই বিষয়ে স্পষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে।

v. অভিযুক্ত এ-১০-এর উপস্থিতি প্রমাণিত হয়নি এবং তাকে সন্দেহের সুবিধা দেওয়া দরকার, যার ফলে তার খালাস বাধ্যতামূলক।

১১. হাইকোর্টের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত যশবন্ত [এ-২] এবং ভাস্কর [এ-১] ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৫ দায়ের করেন, রামভাউ [এ-৩] ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৬ দায়ের করেন, জাহিরউদ্দিন [এ-৪], নীলকান্ত [এ-৫] এবং নামদেও [এ-৬] ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৭ দায়ের করেন, রমেশ [এ-৭] এবং অশোক ভবানী গুলাম শুক্লা [এ-৮] ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৮ দায়ের করেন, সুধাকর [এ-৯] ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৯৯ দায়ের করেন, মহারাষ্ট্র রাজ্য ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৮২-১৮৭ দায়ের করে। এটি প্রসঙ্গের বাইরে নাও হতে পারে যে অভিযুক্ত এ-১ এই আপিলগুলি দায়ের করার পরে মারা গেছেন বলে বলা হয়, সেই অনুযায়ী, অভিযুক্ত এ-১-এর নাম বাতিল করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্তকরণ হ্রাস পেয়েছে।

১২. যখন বিষয়টি নিয়ে তর্ক করা হচ্ছিল, তখন বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী আর. বসন্ত এবং শ্রী এস. নাগামুথু, একসাথে যুক্তি দিয়েছিলেন যে-

ক. নিম্ন আদালতের সমসাময়িক মতামত, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অপ্রযোজ্যতা সম্পর্কে, বিরক্ত করার দরকার নেই।

খ. উচ্চতর আদেশের প্রতিরক্ষা অন্যান্য অভিযুক্ত অধস্তন কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

গ. যে কোনও ক্ষেত্রেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৩০ এর অধীনে অভিযোগ এই মামলায় আকৃষ্ট হতে পারত।

ঘ. পরিবর্তে, তিনি যুক্তি দেন যে শুধুমাত্র আইপিসি-এর ৩২৩ ধারাই বহাল রাখা যেতে পারে যা ইতিমধ্যেই ভোগ করা সময়ের শাস্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

ঙ. যে কোনও ক্ষেত্রেই তারা আবেদন করে যে অভিযুক্ত এ-১০-এর খালাসকে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়,

১৩. অন্যদিকে, শ্রী নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশওয়ারকর, মহারাষ্ট্র রাজ্যের আইনজীবীরা আমাদের নজরে এনেছেন যে পিডব্লিউ-৪৯-এর প্রমাণ, যিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে মৃত্যুর প্রভাব, আঘাতজনিত আঘাতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ছিল, আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আঘাতের সংখ্যা কার্যকরী সংযোগ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত, রাজ্য যুক্তি দিয়েছে যে হেফাজতে নির্যাতনের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত এবং যথাযথ শাস্তি দেওয়া উচিত। বিকল্পভাবে, রাজ্য আইপিসির ধারা ৩০৪ পার্ট ২-এর অধীনে অভিযোগের জন্য চাপ দিতে চায়, যদি আইপিসির ধারা ৩০২ তৈরি না করা হয়।

১৪. উভয় পক্ষের কৌঁসুলিদের বক্তব্য শোনার পর এবং নথিগুলি পর্যালোচনার পর, আমাদের মতামত হল যে এখানে আমাদের কেবল চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার, কারণ হাইকোর্ট অন্যান্য প্রশ্নগুলি যথেষ্ট বিবেচনা করেছে, যার মধ্যে আমাদের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রশ্নটি হল, উপরে বর্ণিত ঘটনাটি কি খুনের সমান, যাতে আইপিসির ধারা ৩০২-কে আকৃষ্ট করা যায়?

১৫. যে পরিস্থিতিতে এই বিতর্কটি উত্থাপিত হয়েছিল তা বোঝার জন্য পটভূমির তথ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রয়োজন হতে পারে। পিডব্লিউ-২১ (কিষাণ খাদোড) দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে লক-আপে জয়েনাস (মৃত) পাওয়া গিয়েছিল তা শ্বাসরোধকারী, নোংরা এবং বোতলের গার্ডের বীজ যেখানে মৃতের দেহ পাওয়া গিয়েছিল সেখানে বমি করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। পিডব্লিউ-৪৯ (ডাঃ কেওয়ালিয়া), যে ডাক্তার ময়নাতদন্ত করেছিলেন, তিনি মনে করেন যে মৃত্যুর কারণ শ্বাসকষ্টের কারণে হয়েছিল, কারণ এর জন্য মলত্যাগ, মূত্রনালীর স্রাব ইত্যাদির মতো ইঙ্গিত ছিল। যদিও পিডব্লিউ-৪৯-কে বমি করার কারণে শ্বাসরোধের দিকটি নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা করা হয়নি, তবে ডাক্তার বমি করার বিষয়বস্তু থেকে এই ধরনের শ্বাসরোধের কারণে শ্বাসকষ্টের সম্ভাবনা স্বীকার করেন। অন্য পরিস্থিতিটি ছিল যে মৃত ব্যক্তিকে নান মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, যা চিকিৎসা প্রমাণ অনুসারে চাপের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। উপরন্তু, এটি নথিবদ্ধ করা আছে যে মৃত ব্যক্তি আগে যক্ষ্মায় ভুগছিলেন।

১৬. এটা রেকর্ডের বিষয় যে, নিচের উভয় আদালতই একই সাথে এই মতামত দিয়েছে যে

উপরে বর্ণিত অপরাধটি দোষী সাব্যস্ত হত্যাকাণ্ডের সমান নয় কারণ মৃত্যুর কারণ ছিল শ্বাসরোধ এবং রেকর্ডে এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে আঘাতগুলি মৃত্যুর কারণ ছিল।এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে এটিকে একটি হত্যা বলার জন্য, এটিকে প্রথমত অপরাধমূলক নরহত্যা হতে হবে, অর্থাৎ সমস্ত হত্যা অপরাধমূলক নরহত্যা, তবে তদ্বিপরীত সমস্ত ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। অতএব, এখানে প্রথমেই অপরাধমূলক নরহত্যার মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে, আমাদের শুরুতে আইপিসির ২৯৯ ধারা মেনে চলতে হবে-

২৯৯. দণ্ডনীয় নরহত্যা-যে ব্যক্তি মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে বা এমন শারীরিক আঘাত করার অভিপ্রায় নিয়ে মৃত্যু ঘটায় যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে, অথবা এই জ্ঞান নিয়ে যে সে এই কাজের দ্বারা মৃত্যুর কারণ হতে পারে, সে দোষী নরহত্যার অপরাধ করে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৭. যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি প্রথমে অপরাধমূলক নরহত্যা করে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কার্যকারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণের সহজ অর্থ হল "আচরণ এবং ফলাফলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক"। এই ক্ষেত্রে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে যে পক্ষগুলির দ্বন্দ্ব দেশের আইনের তদন্তের পক্ষে দাঁড়াতে পারে কিনা। আইপিসির ২৯৯ ধারা দুই ধরনের কারণ নির্দেশ করে, একটি প্রকৃত কারণ এবং দ্বিতীয় আইনি কারণ। প্রকৃত কারণের কথা বলতে গেলে, অভিযুক্তের কর্ম ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ কিনা তা সত্যের বিষয়। তবে দ্বিতীয় দিকটি নিজেই উদ্বেগজনক, অভিযুক্তের কর্মকে আইনত দায়ী হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে অভিযুক্ত করা যেতে পারে কিনা। আমাদের বিবেচিত মতে এই মামলাটি কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে যেখানে, পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা সৃষ্ট আঘাতগুলি এখানে জয়েনাসের মৃত্যুর কারণ হিসাবে যথেষ্ট অনুমান করা যেতে পারে?

১৮. এটি সাধারণ আইনের অধীনে নিষ্পত্তি করা হয় যেখানে 'তাদের শিকারকে যেমন তারা খুঁজে পায় তেমনভাবে গ্রহণ করুন' নীতিটি অনুসরণ করা হয়, যার অর্থ "যে ব্যক্তি এমন কোনও কাজ/বাদ দেওয়া যা অন্য ব্যক্তির মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে, যখন কাজটি করা হয় বা বাদ দেওয়া হয়, অন্য কোনও কারণে উদ্ভূত কোনও ব্যাধি বা রোগের অধীনে শ্রম করছেন, তাকে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।" এই নীতিটি আইপিসির ২৯৯ ধারার ব্যাখ্যা। এর অধীনে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই দিকটি সম্পর্কে বিস্তারিত না গিয়ে বলাই ভালো, কারণ এটি একাধিক কারণের ঘটনা নয় যার জন্য আমাদের একই বিষয় বিবেচনা করতে হবে,

বরং এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে মৃত ব্যক্তির বমির উপাদানের কারণে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে, আঘাতের কয়েক ঘন্টা পরে, যা এখানে মৃত্যুর কারণের একটি স্বাধীন কারণ।

১৯. উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অন্যান্য বিভিন্ন পরিস্থিতি যা আপিলকারী কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের সাথে মৃত্যুর কারণকে অসঙ্গত করে। এটি নথিভুক্ত যে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে উল্লিখিত আঘাতগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে এই আঘাতগুলির প্রকৃতি গুরুতর ছিল না। উল্লিখিত মাথার আঘাতটি মাথার খুলির হাড়ের কোনও অভ্যন্তরীণ ফ্র্যাকচার দেখায় না। অতএব, যখন, তথ্যের ভিত্তিতে, নীচের আদালতগুলি একযোগে অনুমান করে যে মৃত্যুর কারণটি শ্বাসকষ্টের কারণে হয়েছিল, তখন আমরা এখানে একটি ভিন্ন বাস্তব অনুমান গ্রহণ করার কোনও কারণ দেখতে পাই না, কারণ এটি বিকৃত নয়।

২০. উপরন্তু, আমরা হাইকোর্টের এই যুক্তির সঙ্গে একমত যে পিডব্লিউ-আই (জারিনা) তার বক্তব্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সৎ ছিলেন না। তিনি মাঝে মাঝে অতি-উদ্যোগের সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যার ফলে আমাদের তার প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বাধ্য করেছেন। এছাড়াও কোনও সাক্ষী আঘাতের দিক এবং সেগুলি কীভাবে ঘটেছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেননি, ফাঁকা বিবৃতি ব্যতীত যে "মৃত জয়েনাসকে মারধর করা হয়েছিল"। আরও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে আশেপাশের পরিস্থিতিও আমাদের সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করে যেমন প্রথমত, পিডব্লিউ-২১ (সেল-বন্দী) এবং পিডব্লিউ-৪২ (হেড কনস্টেবল)-এর বিবৃতি অনুসারে মৃত ব্যক্তির অবস্থা ভাল বলে বলা হয়েছিল যদিও তিনি যক্ষ্মায় ভুগছিলেন, যখন তাকে লক-আপে ভর্তি করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জয়েনাস (মৃত) যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তখন তিনি প্রচুর মাতাল ছিলেন এবং তৃতীয়ত, শ্বাসকষ্টের দিক যা জয়েনাসের মৃত্যু এবং এখানে আপিলকারীদের দ্বারা সৃষ্ট আঘাতের মধ্যে কার্যকারণ যোগসূত্র ভেঙে ফেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

২১. উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, ভুল অফিসারদের দ্বারা মৃত ব্যক্তির আঘাত এবং মৃত্যুর মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র সংযুক্ত নয়, তাই আইপিসির ২৯৯ ধারাটি আকৃষ্ট হয় না। তদনুসারে, আইপিসির ধারা ৩০২ বা ৩০৪ কে আকর্ষণ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

২২. যে কোনও ক্ষেত্রে এই আদালত মামলাগুলির ক্ষেত্রে তথ্যের অনুমানের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে, যখন দুটি আদালত অভিযুক্ত-আবেদনকারীকে আইপিসির ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছে, তখন এই আদালতের পক্ষে সত্যিকারের অনুসন্ধানটি উল্টে দেওয়া উপযুক্ত হবে না, যদি না নিম্ন আদালতগুলি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তা অত্যন্ত অসম্ভব বা অযৌক্তিক বা বিকৃত বলে দেখানো হয়। যদিও রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী

যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, আঘাতগুলির সম্মিলিত প্রভাব মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল, তবে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র অপরদিকে স্পষ্টভাবে শ্বাসরোধজনিত কারণে মৃত্যুর উচ্চ সম্ভাবনাকে সমর্থন করে। আরও আমাদের সামনে এমন কোনও উপাদান আনা হয়নি যা চিত্রিত করে যে নীচের আদালতগুলি একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এই আলোকে, যখন দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামত সম্ভব হয়, তখন সমবর্তী খালাসের বিপরীতকরণ এখানে উপযুক্ত হবে না [উল্লেখ করুন চন্দ্রপ্পা বনাম কর্ণাটক রাজ্য, (২০০৭) ৪ এসসিসি ৪১৫; মাহতাব সিং বনাম ইউ. পি রাজ্য, (২০০৯) ১৩ এসসিসি ৬৭০]

২৩. এটি প্রসঙ্গের বাইরে নয় যে হেফাজতে নির্যাতনের মামলাগুলির বিচার করা সাধারণত কঠিন কারণ নথিতে উপলব্ধ প্রমাণ যথেষ্ট নাও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আইন কমিশন ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত তার ১১৩ নং প্রতিবেদনে সাক্ষ্য আইনে ১১৪-বি ধারা অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল, তবে এটি কখনই বিধিবদ্ধ আইনে বাস্তবায়িত হয়নি। আরও এই আদালত এমপি বনাম শ্যামসুন্দর ত্রিবেদী, ১৯৯৫ (৪) এসসিসি ২৬২-এর রাজ্যে এই ধরনের সংশোধনী বিবেচনা করার জন্য সংসদের কাছে আবেদন করেছিল।

২৪, দ্বিতীয় প্রশ্নটি অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের (অধস্তন আধিকারিকদের) দ্বারা উচ্চতর আদেশের প্রতিরক্ষার বিষয়ে বা কুখ্যাতভাবে 'নুরেমবার্গ প্রতিরক্ষা' হিসাবে পরিচিত। সর্বপ্রথম পরিচিত উদাহরণ, যেখানে এই ধরনের প্রতিরক্ষা আবেদন করা হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক অ্যাডহক ট্রাইব্যুনালের সামনে, ১৪৭৪ সালে ডিউক অফ বারগুন্ডির আদেশে ব্রিশাচ দখলের জন্য পিটার ভন হ্যাগেনবাচের বিচারের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন যে আইপিসি ধারা ৭৬ এর অধীনে প্রদত্ত শর্ত পূরণ করা হলে আইপিসি এই ধরনের প্রতিরক্ষার অনুমতি দেয়। পশ্চিমবঙ্গ বনাম শে মঙ্গল সিং এবং অন্যান্য রাজ্যে এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ।, এআইআর ১৯৮১ এসসি ১৯১৭, এর অধীনে- হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে-

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এমন কোনও অপরাধ নেই যা কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা হয়, বা যিনি সত্যের ভুলের কারণে এবং আইনের ভুলের কারণে নন, সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন যে তিনি নিজে আইন দ্বারা আবদ্ধ। সেই ধারার দৃষ্টান্তটি বলে যে, যদি কোনও সৈনিক তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশে, আইনের আদেশ অনুসারে কোনও জনতার উপর গুলি চালায়, তবে সে কোনও অপরাধ করে না। এই মামলায় সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান প্রয়োগ করার সুযোগ আসে না, কারণ যে প্রশ্নটি উঠতে পারে— অর্থাৎ অভিযুক্ত কি প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে ভুলবশত সৎ বিশ্বাসে বিশ্বাস করতেন

যে তিনি আইনের দ্বারা ওই কার্য সম্পাদনে বাধ্য—তা কেবল তখনই প্রাসঙ্গিক হতো, যদি এই মামলার প্রেক্ষিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ বা নির্দেশ যথার্থ না হতো অথবা অবৈধ হতো।

২৫. এটি একটি নথিতের বিষয় যে অভিযুক্ত এ-১ মারা গেছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলাটি বাতিল হয়ে গেছে। অন্যান্য অভিযুক্ত-আবেদনকারীরা, এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার লক্ষ্যে, একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে এখানে প্রতিরক্ষার নেতৃত্ব দিয়েছেন যে তারা কেবল অভিযুক্ত এ-১-এর আদেশগুলি কার্যকর করছিল। শুরুতে আমরা ইঙ্গিত করতে পারি যে অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের কেবল প্রমাণ করতে হবে না যে তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার (অভিযুক্ত এ-১) আদেশ অনুসরণ করেছে, বরং তাদের আদালতের কাছে এটিও প্রমাণ করতে হবে যে পূর্বোক্ত আপিলকারীরা সৎভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে অভিযুক্ত এ-১ দ্বারা দায়ের করা আদেশগুলি বৈধ ছিল। তবে, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। আদালতের সামনে কোনও যুক্তি বা এই বিষয়ে নথিবদ্ধ করা প্রমাণ, যে অভিযুক্ত-আবেদনকারীরা কেবল তাদের উর্ধ্বতনদের আদেশের ভিত্তিতে কাজ করছিলেন এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে এই আদেশগুলি বৈধ ছিল। এমনকি শুরু থেকেই তাদের ক্ষেত্রেও অভিযুক্ত-আবেদনকারীরা তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, বরং তাঁরা সকলেই সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অংশগ্রহণের সাথে একটি তদন্ত পক্ষ হিসাবে শুরু করেছিলেন। নথিতের পর্যালোচনায়, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এই যুক্তিটি কেবল আদালতের সামনে নেওয়া হয়েছে, পুনরায় বিচারের জন্য এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাকে এখানে বিবেচনায় নেওয়া যাবে না।

২৬. তৃতীয় প্রশ্নটি অভিযুক্ত ৪-১০ (রঘুনাথ ভক্ত)-এর খালাস সম্পর্কে উদ্বেগজনক। অভিযুক্ত এ-১০-এর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা মোকাবেলা করা প্রয়োজন, কারণ সে বলেছে যে সে তদন্তকারী দলের সাথে উপস্থিত ছিল না। যদিও কিছু প্রমাণ তদন্তকারী দলের সাথে তার উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে, তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে অন্যান্য সমস্ত অভিযুক্ত সর্বসম্মতভাবে বলেছে যে তদন্তের সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ-১০ তাদের সাথে ছিল না এবং সেই অনুযায়ী বাড়ি চলে গেছে। উপরের ভিত্তিটি মাথায় রেখে আমাদের অভিযুক্ত এ-১০-এর দায়বদ্ধতা পরীক্ষা করতে হবে।

২৭. আমাদের ফৌজদারি আইনের ঐতিহ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত যে আদালতের দায়িত্ব হল তুষ থেকে তুষ আলাদা করা এবং সত্য বের করা। এটা উল্লেখ করা প্রেক্ষাপটের বাইরে নয় যে 'একমাত্র মিথ্যা, সর্বজনীন মিথ্যা' এই আইনি নীতি ভারতে প্রযোজ্য নয়, তাই আদালতকে সত্য থেকে মিথ্যা আলাদা করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। [কুলবিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০৭) ১০ এসসিসি ৪৫৫; গণেশ বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৮) ১৭ এসসিসি ১৫২; জয়সীলন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য, (২০০৯) ১২ এসসিসি ২৭৫] এটি অস্বাভাবিক নয় যে কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষীরা সমস্ত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত হতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তথ্য প্রসারিত করতে

বা বিকৃত করতে পারে।এইসব ক্ষেত্রে, আদালতগুলিকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা 'দোষী সাব্যস্ত করতে তাড়াহুড়ো না করে' ন্যায়বিচার বজায় রাখে। সমস্ত অভিযুক্তের বক্তব্য এবং পিডব্লিউ-৪১ (ড্রাইভার বিজয় থেংডে), পিডব্লিউ-৪৮ (এইচসি তেলগুড়িয়া) এবং পিডব্লিউ-৬৬ (আই.ও. উপ-এসপি. গডবোলে) এর প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে টহল দলের সময় এবং তার পরে এ-১০ এর উপস্থিতি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে। অতএব, আমরা এই দিকটিতেও হাইকোর্টের অনুসন্ধানগুলিকে বিরক্ত করতে আগ্রহী নই।

২৮. চতুর্থ প্রশ্নটি, যা আমাদের বিবেচনা করতে হবে, তা আইপিসির ৩৩০ ধারার অধীনে শাস্তির সাথে সম্পর্কিত। শুরুতে, আমাদের বলতে হবে যে আমরা শাস্তির পরিমাণ ব্যতীত, যা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে, উপরোক্ত ধারার অধীনে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও উপাদান নথিতে খুঁজে পাই না।

২৯. সম্প্রতি, রাজস্থান রাজ্য বনাম মোহন লাল এবং আনরের এই বেঞ্চ, সোমান বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১৩) ১১ এস. সি. সি ৩৮২ এবং অ্যালিস্টার অ্যান্টনি পারেইরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১২) ২ এস. সি. সি ৬৪৮-এর অধীনে পর্যবেক্ষণ করেছে -

পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, শাস্তি আরোপের নীতি প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। তবে, শাস্তি যথাযথ, পর্যাপ্ত, ন্যায়সঙ্গত, আনুপাতিক এবং অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। অপরাধের গুরুত্ব, অপরাধের উদ্দেশ্য, অপরাধের প্রকৃতি এবং অন্যান্য সমস্ত উপস্থিত পরিস্থিতি সাজা দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে। আদালত সাজা কার্যকর করার সময় নৈমিত্তিক হওয়ার সামর্থ্য রাখে না, কারণ সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়াতে অপরাধ এবং অপরাধী উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আদালতগুলিকে অবশ্যই দেখতে হবে যে জনসাধারণ যাতে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারায় না। অপর্যাপ্ত সাজা কার্যকর করা বিচার ব্যবস্থার আরও ক্ষতি করবে এবং যেখানে ভুক্তভোগী বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাবে এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধের আশ্রয় নেবে।

৩০. বর্ণিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে পুলিশ জানত যে মৃত ব্যক্তির পরিচয় সেই ব্যক্তির থেকে আলাদা ছিল, তারা প্রাথমিকভাবে তদন্ত করতে চেয়েছিল। যেভাবে মৃত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল তা খাঁটি অরাজকতা প্রতিফলিত করে এবং পুলিশের আচরণের উপযুক্ত নয়। লাহোরের হাইকোর্ট

লাল মোহাম্মদ বনাম সম্রাট, এআইআর ১৯৩৬ লাহ ৪৭১ মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে ৩৩০ ধারার অধীনে অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা প্রয়োজন যাতে প্রতিরোধমূলক প্রভাব থাকে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে-

যাইহোক, কোনও অপরাধের তদন্তে নিযুক্ত দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা এই ধরনের আচরণ আইনের কাছে পরিচিত সবচেয়ে গুরুতর অপরাধগুলির মধ্যে একটি। তৃতীয় স্তরের পদ্ধতি বা প্রকৃত নির্যাতন বা মারধরের ফলাফল যেমন এই ক্ষেত্রে অবশ্যই হতে হবে যে নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি জোর করে নেওয়া যা মিথ্যা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে স্বীকারোক্তি নথিবদ্ধ করা হয়, ফৌজদারি আদালতে, প্রতিরক্ষা পক্ষ দ্বারা অভিযোগ করা হয় যে পুলিশ এই ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। তবে, খুব কমই এই ধরনের অপরাধ প্রমাণিত হয়। এটি স্পষ্টতই আদালতের কর্তব্য যখন এই ধরনের একটি মামলা প্রমাণিত হয় যে একটি প্রতিরোধমূলক প্রভাব থাকতে পারে এমন সাজা পাস করা।

৩১. রতনলাল এবং ধীরজলালের অপরাধ আইনে (২৭ সংস্করণ), লেখক আইপিসির ৩৩০ ধারার অধীনে সাজা নিয়ে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করেছেন-

'কোনও অপরাধের তদন্তে নিযুক্ত একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের দ্বারা আঘাত করা আইনের কাছে পরিচিত সবচেয়ে গুরুতর অপরাধগুলির মধ্যে একটি এবং অপরাধীকে প্রতিরোধমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩২. এখানে বর্ণিত ঘটনাগুলির প্রকৃত বর্ণনা পুলিশের বাড়াবাড়ির বিদ্বেষপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে। লয়েনাসকে এমন একটি অপরাধের জন্য মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্য যা সে বিদেশী ছিল, তা অপরাধের তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তদন্তের জন্য জয়েনাসকে তার বাড়ি থেকে গভীর রাতে যে পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা এই দেশের নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে তা উপেক্ষা করে। এটি নথিতে রয়েছে যে ব্যক্তির আঘাতগুলি স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ছিল। এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত আধিকারিকদের দুর্বোধ্য উদ্দেশ্য উপরের বর্ণনায় বড় লেখা, যার আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই।

৩৩. যেহেতু এই ক্ষেত্রে পুলিশ আইন লঙ্ঘনকারী, যাদের আইন রক্ষা ও বহাল রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল, তাই এই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি আনুপাতিকভাবে কঠোর হওয়া বাধ্যতামূলক করে যাতে কার্যকর প্রতিরোধমূলক প্রভাব পড়ে এবং সমাজে আস্থা তৈরি হয়।

" প্রসঙ্গের বাইরে মনে করিয়ে দেওয়া যাবে না যে মহারাষ্ট্র রাজ্য পুলিশের মূলমন্ত্র হল" "সদ্রক্ষন্দ্য খলানিগ্রহন্ধ্য" "(সংস্কৃতঃ" "ভালকে রক্ষা করা এবং মন্দকে শাস্তি দেওয়া" "), যাকে সম্মান করা দরকার। যাদের ফৌজদারি আইন পরিচালনার জন্য আহ্বান করা হয়, তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাদের দায়িত্ব কেবল তাদের আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি নয়, রাজ্য এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের প্রতিও রয়েছে। পুলিশ জড়িত এই ধরনের ঘটনাগুলি সাধারণত ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের জড়িত ঘটনাগুলির তুলনায় আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হ্রাস করে। এখানে অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তি দেওয়ার সময় আমাদের অবশ্যই এই দিকটি অতিরিক্তভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৩৪, এই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, আইপিসির ৩৩০ ধারার অধীনে বিচারিক আদালত কর্তৃক আরোপিত তিন বছরের কারাদন্ডের শাস্তি মোটামুটি অপর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আমরা বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বজায় রেখে আইপিসির ৩৩০ ধারার অধীনে অর্থাৎ সাত বছরের কঠোর কারাদণ্ডে সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করি। তদনুসারে, আমরা এই সীমিত পরিমাণে বাক্যটি সংশোধন করি।

৩৫. পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে, আমরা আংশিকভাবে ২০০৯-এর ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৮২-১৮৭-কে পূর্বোক্ত শর্তে অনুমোদন করি। আরও ফৌজদারি আপিল নম্বর ৩৮৫-৩৮৬ ২০০৮-এর ফৌজদারি আপিল নম্বর ৩৮৭-৩৮৮ ২০০৮-এর ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৯৯ খারিজ হয়ে যায়।

৩৬. আপিলকারী-অভিযুক্তদের বাকি সাজা অবিলম্বে কাটানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান **আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal